দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 31 JAN 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

# পরীক্ষাতেও হরতাল

## ১৫ লাখ শিক্ষার্থীর ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি

■ নিজামুল হক

আর একদিন পরেই এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার প্রস্তুতি নিয়ে আছে প্রায় ১৫ লাখ পরীক্ষার্থী। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিএনপিকে অবরোধ-হরতাল প্রত্যাহারের আহবান জানিয়ে আসছে। আর বিএনপি অবরোধ প্রত্যাহার না করে নতুন করে ৭২ ঘন্টার হরতাল আহবান করেছে। শিক্ষামন্ত্রী বলছেন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী বিশেষ সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালন করছে, পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবেই। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী অভিভাবকদের মধ্যে নতুন করে আশংকার জন্ম দিয়েছে। 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত এবং বিএনপির অবরোধ হরতাল' এর মধ্যেই জিম্মি হয়ে আছে ১৪ লাখ ৭৯ হাজার পরীক্ষার্থী।

বগুড়ার কাহালু উপজেলার পাইকড় এলাকার অভিভাবক জাফরুল ইসলাম বলেন, 'আমার বাড়ি উপজেলার এক কোনায়। সেখান থেকে উপজেলা বন্দরের পরীক্ষা কেন্দ্রে হরতাল-অবরোধের মধ্যে আমার মেয়ের পরীক্ষা দেয়া নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছি। কোথায় কখন ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে এবং কোন্ গাড়িতে আগুন দেয়— এ সব নিয়ে শঙ্কার মধ্যে রয়েছি।

রাজধানীর এক অভিভাবক রফিকুল আলম বলেন, পরীক্ষার সময় নিরাপত্তা নিয়ে আমরা উৎকণ্ঠায় আছি। যানবাহনে সবচেয়ে বেশি নাশকতা হচ্ছে। যানবাহনে করে পরীক্ষা কেন্দ্রে যেতে প্রতিমুহূর্তে উৎকণ্ঠায় থাকতে হবে। যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায় এর দায় কে নেবে?'

বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের হরতাল আহবানের পর গতকাল সন্ধ্যায় ইত্তেফাককে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'বিএনপির এটা নতুন কী। এখন হরতালে সব কিছুই চলে। সবকিছুই চূড়ান্ত, পরীক্ষা থেকে পিছিয়ে আসার সুযোগ নেই।' মন্ত্রী আরো বলেন, আমরা নতুন করে বিএনপি ও শরিকদের হরতাল অবরোধ প্রত্যাহারের আহবান জানাচ্ছি। আশা করি, তারা প্রত্যাহার করবেন। বিএনপির উদ্দেশে তিনি বলেন, 'অন্তত পরীক্ষার দিনে হরতাল অবরোধ প্রত্যাহার করুন।' যদি অবরোধ হরতাল প্রত্যাহার না করে তাহলে পরীক্ষা হবে কীনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'পরীক্ষা হবারই সিদ্ধান্ত আছে। পেছানোর কোন সিদ্ধান্ত নেই।'

তবে মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র আগেই জানিয়েছে, অবরোধের মধ্যে পরীক্ষা হবে, তবে হরতালের মধ্যে পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া হতে পারে। পেছানোর বিষয়ে পরীক্ষার আগের দিন ঘোষণা দিয়ে জানানো হবে।

শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খান সাংবাদিকদের বলেছেন, পরীক্ষা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে কীনা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানা যাবে ১ ফেব্রুয়ারি, পরীক্ষার আগের দিন।

রাজধানীর আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম ইত্তেফাককে বলেন, যারা পরীক্ষা কেন্দ্রের কাছাকাছি আছে, তারা হয়তো পরীক্ষা হলে আসতে পারবে। তবে যারা দূরে তারা কীভাবে পরীক্ষা দিতে যাবে। যারা প্রত্যন্ত এলাকায় থাকে, আর বাস যদি না চলে তাহলে পরীক্ষা হলে আসবে কী করে। আর যদি পরীক্ষা হলে আসার পথে দুর্ঘটনায় পড়ে? হরতালে হয়তো পরীক্ষা পেছানো হবে। তিনি বলেন, 'হরতালেও পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত থাকলে আমরা আয়োজন করতে পারি। কিন্তু যারা পরীক্ষা দেবে, সেই পরীক্ষার্থীরা কী করবে।'

যাদের জন্য পরীক্ষার আয়োজন, এমন এক পরীক্ষার্থী আসমা সুলতানা বলেন, পড়াশোনায় মন বসাতে পারছি না। রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের লেখাপড়ায় সমস্যা সৃষ্টি করছে। রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্যে যদি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে ঝুঁকির মধ্যে কীভাবে কেন্দ্রে যাবো। যদি কিছু হয়ে যায়। আবার পরীক্ষা পিছিয়ে দিলেও সমস্যা। কোন বিষয়টির এখন প্রাকটিস করবো। সব মিলে আমরা ভালো নেই।

এবার মাধ্যমিক (এসএসসি) ও সমমানের পরীক্ষায় ১৪ লাখ ৭৯ হাজার ২৬৬ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে। এবার এসএসসিতে ১১ লাখ ১২ হাজার, দাখিলে ২ লাখ ৫৬ হাজার এবং ভোকেশনালে ১ লাখ ১০ হাজার জন। এর মধ্যে ছাত্র ৭ লাখ ৬৩ হাজার এবং ছাত্রী ৭ লাখ ১৫ হাজার জন।

বিদেশের ৮টি কেন্দ্রসহ ২৮ হাজার প্রতিষ্ঠানের ৩ হাজার ১১৬টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ১০ মার্চ পর্যন্ত তত্ত্বীয় পরীক্ষা শেষে ১১-১৬ মার্চ ব্যবহারিক পরীক্ষা নেয়া হবে। পরীক্ষা গ্রহণ উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন বোর্ডে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ২৪ ঘন্টা খোলা থাকবে।

### কাল থেকে ২০ দলের ৭২ ঘন্টা হরতাল

পিছিয়ে আসার সুযোগ নেই
------ শিক্ষামন্ত্রী

১৪ লাখ ৭৯ হাজার ২৬৬ পরীক্ষার্থী

৩ হাজার ১১৬ কেন্দ্রে পরীক্ষা